EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-883-7150-4
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ড্যান মজীনা'র বক্তব্য
ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ
২৯শে জুলাই, ২০১২

কমান্ড্যান্ট লেফটেন্যান্ট জেনারেল আকবর

সম্মানীয় ফ্যাকাল্টির শিক্ষক ও শিক্ষার্থী

শুভ সকাল.. আসসালামু অলাইকুম.. রমজানুল করিম।

এমন উষ্ণ অভ্যর্থনা ও উপস্থাপনার জন্য ধন্যবাদ। আমি আজকে আপনাদের সাথে মত বিনিময়ের জন্য উপস্থিত হয়েছি।

ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ আমাকে মনে করিয়ে দেয় ওয়াশিংটনে ডি.সি'র ন্যাশনাল ওয়ার কলেজের কথা যেখানে আমি এক বছর শিক্ষকতা করেছি গত নভেম্বরে বাংলাদেশে আসার আগে। এনডিসিতে, এনডাব্লুইসি'এর মতই রয়েছে মেধাবী শিক্ষার্থী, একজন মহান কমান্ডান্ট, একটি সুন্দর মিলনায়তন, এবং সত্যিকারের সুদক্ষ অধ্যাপক।

এ দুটি প্রতিষ্ঠান-এর মধ্যে মিল রয়েছে অন্য একটি ব্যাপারে একটি শব্দ.. একটি মাত্র শব্দ, একটি সরল শব্দ, একটি গভীর জটিল শব্দ, আর সে শব্দটি হলো কৌশল, কৌশল বিদ্যা। এই সূত্রটি প্রতিটি পেশাজীবী সামরিক শিক্ষায় বর্তমান। আমেরিকান নাগরিক অধিকারের নেতা মার্টিন লুথার কিং, জুনিয়র, বরতেন, "অভিষ্ঠ লক্ষ্যে দৃষ্টি রাখুন।" আমাদের মধ্যে যারা আমাদের জাতীয় স্বার্থকে এগিয়ে নিতে কাজ করছে, সামরিক কিংবা কূটনৈতিক মাধ্যমে, কৌশল - কৌশলগত চিন্তা - অভিষ্ঠ লক্ষ্যে আমাদেও দৃষ্টি রাখা - অপরিহার্য।

আমি আজকে কৌশলের উপর, বিশেষত বাংলাদেশের সাথে আমেরিকার সংশিষ্টতার উপর একটি 'কেস স্টাডি' উপস্থাপন করব। আমি তা করব একজর কূটনৈতিকের ভাষায় এবং আপনাদের উপর ছেড়ে দিব তা সামরিক কৌশলে কীভবিে কাজে লাগানো যায় ৰের করার জন্য যেহেতু আপনারা এখানে শিখতে এসেছেন।

শুরুটা হচ্ছে প্রেক্ষাপট, বিশ্ব প্রেক্ষাপট। এই প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের সাথে

আমেরিকার সংশিষ্টতার নাটকীয় পরিবর্তিন এসেছে। ১৯৯৮-২০০১ সাল পর্যন্ত বাংলাদশে একজন কূটনৈতিক হিসেবে কাজ করায় প্রায়ই একটি কথা আমাকে জিজ্ঞেস করা হয় এক দশক পর আমি এখানে কী পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি। উত্তরটি সরল: আমার ২০০১ এর ৭ই জুন বাংলাদেশ থেকে চলে যাবার পর বৃহত্তম পরিবর্তন হয়েছে ওয়াশিংটনে, আরো পরিষ্কার ভাবে বলতে গেলে, বাংলাদেশের প্রতি ওয়াশিংটনের দৃষ্টিভঙ্গি। আমার পূর্ববর্তী নিয়োগকালীন সময় বাংয়লাদেশ্রমন একটি দেশ ছিল যাকে অমার মত এর গুণগ্রাহীরা এবং উন্নয়ন কর্মীরা বেশী ভালোবাসতো; তা ছাড়া, আমেরিকার অগ্রাধিকার অনেক বেশী নিয়োজিত ছিল অন্য জায়গায়।

কিন্তু একটি দিন কতটা পরিবর্তন এনে দেয় .. ৯/১১ এর পরের দিন, আমেরিকার অগ্রাধিকার দ্রুত ও নাটকীয় পরিতর্তিত হতে থাকে। আমেরিকার নিরাপত্তা কৌশলের পরিবর্তন হয় যখন যারা আমাদের জাতি বা আমাদের মিত্র বা অংশীদারদের হুমকি হিসেবে দেখা দেয় তাদেরকে বাধা, ছত্রভঙ্গ, ও পরাজিত করার প্রচেষ্টা যুক্তরাষ্ট্র শুরু করে।

এই প্রেক্ষিতে, বাংলাদেশের সাথে আমেরিকার কৌশলগত সংশিষ্টতাও পরিবর্তিত হয়। বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক, ধর্ম নিরপেক্ষ একটি রাষ্ট্র যারা সহিংস চরমপন্থাকে পরাজিত করতে বদ্ধপরিকর, এমতাবস্থায় আমেরিকা বাংলাদেশের সাথে তার অংশীদারিত্ব গভীর ও বিস্তৃত করতে সচেষ্ট হয়। অতি সাম্প্রতিক আমেরিকা ও বিশ্বের বেশীরভাগ দেশ এশিয়া কেন্দ্রিক হওয়ায় আমেরিকার সাথে বাংলাদেশের অংশীদারিত্ব আরো বৃদ্ধি পাবে। এই অংশীদারিত্বের নেপথ্যে আগ্রহকে ব্যাখ্যা করা যাক (কৌশলবীদদের পরিভাষা অনুযায়ী):

সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধ ও সহিংস চরমপন্থা

একটি মধ্যপন্থী, সহনশীল, গণতান্ত্রিক দেশ বাংলাদেশ, বিশ্বের ৭ম বৃহৎ জনবহুল দেশ, বিশ্বের বিক্ষুব্ধ অঞ্চলের সহিংস চরমপন্থার টেকসই বিকল্প হিসেবে আবির্ভুত হচ্ছে। অথচ পাঁচ ছয় বছর আগে আনেকেই মনে করেছিল বাংলাদেশ ভুল পথে নেমে যাচ্ছে সহিংস চরমপন্থীদের জন্য সহনশীলতার জন্য। আমি ২০০৫ সালের স্মরণ করছি যেদিন এক দিনে ৬৪ টি জেলার ৬৩ টি তে ৫০০ বোম ফুটিছিল; আমি স্মরণ করছি আন্তঃসীমানা অভ্যূত্থানকারীদের স্বর্গপূরী, অস্ত্র চোরাচালান। আমার মনে হয় না আপনাদের কেউ এমন কথা শুনেছেন যে কীভাবে একসময় বাংলাদেশে দৃশ্যমানভাবে শিকড় গেড়েছিল। সেই ধারণা এখন চলে গেছে যা প্রতিফলিত করে সহিংস চরমপন্থা প্রতিরোধে বাংলাদেশ সরকারের সফলতা । আমি খুশী যে আমেরিকা এই যুদ্ধে বাংলাদেশের অংশীদার হিসেবে ছিল এবং আছে ।

আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার অগ্রসরতা

বাংলাদেশের প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন এ অঞ্চলে স্থিতিশীলতা উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছে, যা

আমেরিকা ও এ অঞ্চলের জন্য একটি প্রধান ইস্যু। উদাহরণস্বরূপ, সহিংস চরমপন্থা প্রতিরোধে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সহযোগিতা এই দুই দেশের সন্ত্রাসবাদ হ্রাসে সাহায্য করেছে। তেমনি, দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য পরিবেশ শিথিল হওয়ায় বাংলাদেশী রপ্তানি ভারতে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে, যা আমি প্রত্যক্ষ করেছি কয়েক মাস আগে যখন আমি ইন্দো-বাংলাদেশ সীমানায় এশিয়ার বৃহত্তম স্থল-বন্দর বেনাপোলে ভ্রমণ করেছিলাম। গত ডিসেম্বরে প্রধান মন্ত্রী'র বার্মা সফর প্রতিয়মান করে প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনে বাংলাদেশ পদক্ষেপ নিতে আগ্রহী (যদিও এর সাথে অনেক ঝুঁকির সম্ভাবনা রয়েছে)। বাংলাদেশ তার প্রতিবেশীর সাথে নিরাপত্তা, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ নিয়ে যত সংশ্লিষ্ট হবে এ অঞ্চল তত সুসংহত ও স্থিতিশীল হবে। পররাষ্ট্র মন্ত্রী ক্লিনটন প্রায়ই নতুন সিল্ক রোডের কথা বলেন যা এশিয়ায় আমেরিকার সংশ্লিষ্টতার এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান; নিশ্চিতভাবেই, বাংলাদেশ নতুন সিল্ক রোডের আঞ্চলিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

বিশ্ব শান্তির অগ্রসর

বাংলাদেশ শান্তি মিশনে সর্ববৃহৎ অংশগ্রহণকারী দশ হাজারের বেশী সামরিক ও পুলিশ বাহিনী ১১ টি মিশনে কাজ করছে। বাংলাদেশ প্রশিক্ষিত ও নিবেদিত পুরুষ ও নারী কর্মী সরবরাহ করে বিশ্ব শান্তি বজায় রাখতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে যে সহায়তা করছে তা অমূল্য।

বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চতকরণ

গত গ্রীষ্মে বিশ্বের জনসংখ্যা ৭০০ কোটি ছাড়িয়েছে, এবং আমার জীবদ্দশায় তা ৯০০ কোটি ছাড়িয়ে যাবে, এবং আমি ইতমধ্যে সত্যিই বৃদ্ধ হয়েছি ! অঅমেরিকা চায় সবাই যেন যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য পায়। এই লক্ষ্য কখনোই অর্জন সম্ভব নয় যতক্ষণ বিশ্বের ৭ম বৃহৎ জনবহুল দেশ বাংলাদেশ নিজেদের খাদ্য নিজেরা উৎপাদন করতে পারছে।

ব্যবসা ও বিনিয়োগ বিস্তার

গত বছর , যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ বাণিজ্য ৬০০ কোটি ডলার ছাড়িয়ে গেছে। বাংলাদেশের রপ্তানি (মূলত তৈরী পোশাক) ৫০০ কোটি ডলার ছাড়িয়েছে; যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০০ কোটি ডলাওে, যা হত বছরের চেয়ে দ্বিগুণ। বাণিজ্য দুই দশের জন্যই প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলে এর মাধ্যমে কয়েক লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে বাংলাদেশে এবং যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ১০ হাজার কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। আমার লক্ষ্য আগামী তিন বছরে যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানি বাংলাদেশে দ্বিদগুণ হয় এবং আমেরিকায় আরো ১০ হাজার কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশ বিশ্বের বৃহত্তম তৈরী পোশাক রপ্তানিকারক হিসেবে প্রচেষ্টা বজায় রাখায় আমেরিকায় এর রপ্তানিও বৃদ্ধি পাবে।

মূল মূল্যবোধের প্রসার

আমেরিকা বিশ্বাস করে গণতন্ত্রে যা এর নাগরিকদের মানবাধিকার এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে তারাই বিশ্বে শান্তি , স্তিতিশীলতা ও সমৃদ্ধি অর্জনে সবচেয়ে ভালো অংশীদার হতে পারে। তাই বাংলাদেশে আমেরিকার অন্যতম প্রধান আগ্রহ গণতন্ত্রকে ত্বরান্বিত করা এবং মানবাধিকার এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।

মানুষের প্রতি সহানুভূতি

আমেরিকানরা, বিশ্বের অন্যান্য সুনাগরিকদের মতই, দুর্যোগে জর্জরিত মানুষের জন্য সহানুভূতিশীল। আমরা জানি যে বাংলাদেশের অনেক প্রাকৃতিক দুযোর্গের অভিজ্ঞতা রয়েছে: ঘূর্ণিঝড়,বন্যা, জলচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প। কয়েক দশক ধরে আমেরিকা এই ধরনের দুর্যোগ পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবেলায় বাংলাদেশের সাহায্যে প্রধান ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের সাথে অংশীদারিত্বে আমরা বাংলাদেশকে সহায়তা করছি এ সমস্ত দুর্যোগ অঘাত হানার পর জান-মালের ক্ষয় ক্ষতি কমিয়ে আনতে।

আমি আপনাদের সামনে বাংলাদশে আমেরিকার মূল আগ্রহের ক্ষেত্রগুলো তুলে ধরেছি। একজন নীতি নির্ধারক হিসেবে এখন আমাকে অবশ্যই চিন্তা করতে হবে বাংলাদেশে এ বিষয়গুলো নিয়ে কিভাবে অগ্রসর হওয়া যায়। আপনারা আপনাদের কৌশল পাঠের আলোচনা থেকে পথ ও পদ্ধতি শব্দগুলো মনে করতে পারছেন। যুক্তরাষ্ট্র মিশনের প্রতিটি সমস্য ভালোভাবে জানে যে আমরা কাজ করছি শান্তিময়, নিরাপদ, সমৃদ্ধ, সুস্থ্য, এবং গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের জন্য কারণ এমন বাংলাদেশের জন্য আগ্রহ রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের, এ অঞ্চলের, এবং সবচেয়ে বেশী এ দেশের জনগণের।

এখন আমরা কোন কৌশলের কঠিন অংশে উপস্থিত হয়েছি। আমাদের আগ্রহের বিষয়গুলোকে অনুসরণ এবং কৌশলকে বাস্তবায়ন করতে আমরা মূলত কি কাজ করি? এখানেই চাকা রাস্তায় গড়ায়। তাহলে এখন হাড়ের উপর মাংস দেয়া যাক.. আমেরিকা, বাংলাদেশ ও এ অঞ্চলের সুবিধার জন্য এই কৌশলকে অগ্রসর করতে আমেরিকা বাংলাদেশে কি করছে?

আমি প্রথমে আমাদের অংশীদারিত্বের অ-নিরাপত্তাজনিত বিষয়গুলো নিয়ে সাধারণ আলোচনা করব এবং পরিশেষে আমাদের নিরাপত্তাজনিত অংশীদারিত্ব নিয়ে অধিকতর বিস্তারিত পরীক্ষা-নিরিক্ষা করব।

যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশের অ-নিরাপত্তাজনিত অংশীদারিত্ব

বাংলাদেশের সাথে বর্ধিষ্ণু সম্পর্কের কেন্দ্রে রয়েছে সংশ্লিষ্টতা আরো গভীর করা, তার কারণ আগেই উল্লেখ করা হযেছে যে কৌশলগত কারণে আমেরিকার কাছে এ দেশটির গুরুত্ব। মে মাসে সেক্রেটারী ক্লিনটন বাংলাদেশে এসেছিলেন । তিনি এসেছিলেন বাংলাদেশের সাথে অংশীদারিত্বের সমৃদ্ধি ও সফলতাকে উদযাপন করতে। তিনি এসেছিলেন অংশীদারিত্বকে প্রাতিষ্ঠানিক করতে এবং সেজন্য প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর

সাথে ‘পার্টনারশীপ ডায়লগ’ চুক্তি সই করেন। প্রথম ‘পার্টনারশীপ ডায়লগ’ সেপ্টেম্বরে ওয়াশিংটনে হবে আমাদের কৌশলগত দিক নির্দেশনা যাচাই এর উদ্দেশ্যে। পররাষ্ট্র সচিব কায়েস এবং রাজনৈতিক বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারী ওয়েন্ডি শেরম্যান আলোচনায় উপস্থিত থাকবেন। সেক্রেটারী শেরম্যান নিজে বাংলাদেশ সফর করেছিলেন সেক্রেটারী ক্লিনটন এর সফরের এক মাস আগে। এ মাসের প্রথমে

==========

বক্তৃতার জন্য প্রস্তুতকৃত

জিআর/২০১২